

রণজিৎ দেববর্মার বক্তৃতায় কিছু মন্তব্য প্রাথমিক ভাবে দেশ বিরোধী : মুখ্যমন্ত্রী

গত ৭ নভেম্বর দুষ্কি বাজারে ‘ত্রিপুরা ইউনাইটেড পিপলস কাউন্সিল’ সংগঠনের নামে আয়োজিত এক সভায় নিষিদ্ধ ঘোষিত এ টি টি এফ বৈরী দলের স্বঘোষিত সভাপতি রণজিৎ দেববর্মা তার বক্তৃতায় কিছু মন্তব্য করেন যা প্রাথমিক ভাবে দেশ বিরোধী। তাছাড়াও তার বক্তব্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী, জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিশেষ করে উপজাতি এবং অনুপজাতিদের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণার সৃষ্টিকারক। বিধানসভায় সুদীপ রায় বর্মণ কর্তৃক আনিত রণজিৎ দেববর্মা গ্রেপ্তার সম্পর্কিত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আজ একথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, এই অভিযোগ মূলে তেলিয়ামুড়া থানার ও সি গত ৯ নভেম্বর একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি হলোঃ মামলা নং ৮৩/২০১৭ ধারা ১২৪ (এ)/১৫৩ (এ)/১৫৩ (বি)/১২০ (বি) আই পি সি এবং ধারা ১০/১৩/১৮ আনলফুল এক্টিভিটিস প্রিভেনশন এক্ট, ১৯৬৭ ও ধারা ৮২, ত্রিপুরা পুলিশ এক্ট।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তেলিয়ামুড়া থানার একজন এস আই স্বতপ্রণোদিত ভাবে এই মর্মে একটি অভিযোগ করেন যে, গত ৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিরুদ্ধ দেববর্মা (৩৫), দুষ্কি, থানা-তেলিয়ামুড়া ০৭-১১-২০১৭ তারিখে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দুষ্কি বাজারে ‘ত্রিপুরা ইউনাইটেড পিপলস কাউন্সিল’ সংগঠনের নামে একটি সভা করার আবেদন করেন। এই আবেদনটি থানা জঞ্জুর করেনি এবং তা মৌখিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।

গত ৭ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে ঐ সংগঠনটি বিনা অনুমতিতে দুষ্কি বাজারে একটি পথসভা করে। ঐ সভার প্রধান বক্তা ছিল রণজিৎ দেববর্মা, নিষিদ্ধ ঘোষিত এ টি টি এফ বৈরী দলের স্বঘোষিত সভাপতি, যিনি তখন জামিনে মুক্ত ছিলেন। অন্যান্য বক্তারা হচ্ছে সত্য দেববর্মা (এ টি টি এফ রিটারনি), ডেনিয়েল বরক (এন এল এফ টি/এন বি রিটারনি) এবং অনন্ত দেববর্মা (এন এল এফ টি/এন বি রিটারনি)। সভাস্থলে তারা একটি ব্যানার প্রদর্শন করেন যাতে ভারত সরকার এবং রাজ্য শাসিত ত্রিপুরার প্রতিনিধি মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর মধ্যে ০৯-০৯-১৯৪৯ সালে স্বাক্ষরিত ভারতভুক্তি চুক্তিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই মামলায় রণজিৎ দেববর্মা কে ১১-১১-২০১৭ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১২-১১-২০১৭ তারিখে অভিযুক্ত রণজিৎ দেববর্মা কে এস ডি জে এম, খোয়াই এর আদালতে পেশ করা হয়। আদালত আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়। অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে পেশ করা হবে। এই মামলার তদন্ত চলছে।